বাংলাদেশের শিল্পী ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গন

- বাংলাদেশের 'সুর সম্রাট'- ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ।
- বাংলাদেশের 'বাউল সম্রাট'- লালন ফকির।
- 'মরমী কবি' নামে পরিচিত- হাসন রাজা।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক- নিধু বাবু (প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত)।
- গম্ভীরা গানের উৎপত্তি - পশ্চিমবঙ্গের মালদহ।
- ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি - রংপুর ও ভারতের কুচবিহার।
- পাকিস্তান সৃষ্টির পর গম্ভীরা গান বাংলাদেশের যে অঞ্চলে আসে - চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
- বাংলাদেশের বাউল সঙ্গীত বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ঘোষিত হয়- ২০০৫ সালে।
- বাংলাদেশের যে স্থানে বন বিবির গান গেয়ে কাজ করা হয়- সুন্দরবনে।
- 'পাঁচালি' গানের বিখ্যাত কবি- দাশরথি রায়।
- বাংলাদেশের বিখ্যাত 'লালন গীতি' গবেষক- ড. আশরাফ সিদ্দিকী।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাওয়াইয়া গায়িকা- ফেরদৌসী রহমান।
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বিয়ের গান 'হারমনি' সংগ্রহ করেন- অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন আহমদ

অঞ্চলভিত্তিক গান

গান	অঞ্চল	বিশেষ তথ্য
জারি গান	ঢাকা ও ময়মনসিংহ	এটি মূলত দুই পক্ষের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা।
সারি গান	সিলেট ও ময়মনসিংহসহ ভাটি অঞ্চলের গান	নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার সময় পরিবেশিত হয়।
ভাওয়াইয়া	রংপুর	গরুর গাড়ি চালকদের মুখে এ গান শোনা যায়।
চটকা	রংপুর	এটি মূলত ভাওয়াইয়া গানের একটি শাখা।
ভাটিয়ালী	ময়মনসিংহ ও সিলেট	জেলে-মাঝিদের গান হিসেবে পরিচিত।
পালা গান	ময়মনসিংহ	পাঁচালি ছন্দে রচিত কাহিনীমূলক লোকগীতি।
আলকাপ	রাজশাহী	পালাগানের একটি শাখা।
মাইজভান্ডারি	চট্টগ্রাম অঞ্চল	ভান্ডারি নামে পরিচিত।
লেটো	ময়মনসিংহ	কাজী নজরুল ইসলাম শৈশবে লেটো দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
সাম্পানের গান	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রামে নৌকাকে বলা হতো সাম্পান।
গাজীর গান	ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট	মনস্কামনা পূরণার্থে গাওয়া হতো।
ঘাটু	বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চল	ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে এ গান গাওয়া হয় বলে একে ঘাটু গান বা ঘাটের গান বলে।
গম্ভীরা	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবের আরেকনাম গম্ভীর। তাই শিবের উৎসব গম্ভীরা উৎসব এবং শিবের বন্দনাগীতি হলো গম্ভীরা গান।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের আঞ্চলিক নৃত্য

- মনিপুরী নৃত্য- সিলেট অঞ্চলের
- গম্ভীরা নৃত্য- রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের
- ঝুমুর নৃত্য- রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের
- জারি নৃত্য- ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের
- বল নৃত্য- যশোর অঞ্চলের
- ধূপ নৃত্য- যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের
- অবতার নৃত্য- ফরিদপুর অঞ্চলের
- ঘাটু নৃত্য- কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা অঞ্চলের
- ঢালি নৃত্য- যশোর ও খুলনা অঞ্চলের
- পল্মার নাচন- কুষ্টিয়া
- বেহুলার নাচাড়ি- টাঙ্গাইল

গম্ভীরা নৃত্য

জারি নৃত্য

বাংলা গানের পঞ্চকবি

বাংলা গানে পাঁচজন কবি একসাথে পঞ্চকবি নামে খ্যাত। তাঁরা হলেন-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রজনীকান্ত সেন অতুলপ্রসাদ সেন কাজী নজরুল

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডব

বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশকে বিশিষ্ট পাঁচজন কবি রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে বাংলা ভাষায় কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের পাঁচজনকে একসাথে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়।

অমিয় চক্রবর্তী জীবনানন্দ দাশ বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে সুধিন্দ্র নাথ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী।
- ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।
- লোকশিল্প জাদুঘর ও চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন।
- **'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা' অবস্থিত-** ময়মনসিংহে।
- **'জয়নুল আর্ট গ্যালারি'** স্থাপিত হয়েছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে।
- **'শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর' অবস্থিত-** নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে।
- **সমাধিস্থল-** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে।

শিল্পাচার্য নামে পরিচিত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন

উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম

ম্যাডোনা ৪৩
১৯৪৩ সালে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের (বাংলা ১৩৫০-পঞ্চাশের মন্বন্তর) পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা কিছু চিত্রকর্ম।

মনপুরা ৭০
১৯৭০ সালে মনপুরা দ্বীপে সংঘটিত ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় নিয়ে আঁকা ৩০ ফুট দীর্ঘ চিত্রকর্ম।

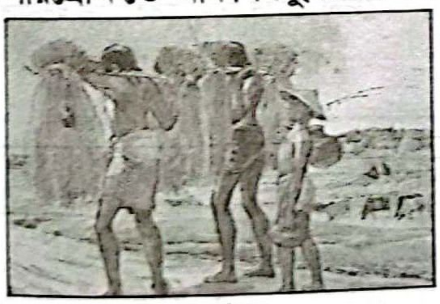

নবান্ন
৬৫ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল পেইন্টিং।

দুই মুখ
তাঁর আঁকা শেষ চিত্রকর্ম।

অন্যান্য চিত্রকর্ম

♦ সংগ্রাম	♦ গরুর গাড়ি	♦ দুমকার ছবি
♦ মই দেয়া	♦ গাঁয়ের বধু	♦ প্রসাধন
♦ রেবেল কাউ (বিদ্রোহী গরু)	♦ দুই মহিলা	♦ পাইন্যার মা
♦ সাঁওতাল রমনী	♦ গুণটানা	♦ কাক
♦ সাঁওতাল দম্পতি	♦ ফসল মাড়াই	♦ ঝড়

Scanned with CamScanner

পটুয়া কামরুল হাসান

- বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।
- **জাতীয় পতাকার রূপকার।**
- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মনোগ্রাম আঁকেন।
- ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- ব্রতচারী আন্দোলনে খাঁটি বাঙালি গড়ে তোলার জন্য **'মুকুল ফৌজ'** নামে শিশুকিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।
- মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের আর্ট ও ডিজাইন বিভাগের পরিচালক ছিলেন।
- **সমাধিস্থল-** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে।

বিদ্রোহ চিত্রকর পটুয়া কামরুল হাসান

উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম

এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার হিংস্র মুখমণ্ডল সম্বলিত ব্যঙ্গাত্মক পোস্টার এঁকে বিখ্যাত হন। পোস্টারটির শিরোনাম: "এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে" (ANNIHILATE THESE DEMONS)

দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে

১৯৮৮ সালে মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে স্বৈরশাসক এরশাদকে ব্যঙ্গ করে 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' পোস্টারটি স্কেচ আঁকেন।

অন্যান্য চিত্রকর্ম

◆ নাইওর	◆ নবান্ন	◆ মাছধরা
◆ তিন কন্যা	◆ বাংলাদেশ	◆ জেলে
◆ রায়বেঁশে নৃত্য	◆ বাংলার রূপ	◆ বিড়াল
◆ উঁকি	◆ গণহত্যার আগে ও পরে	◆ বাউল

নাইওর

তিন কন্যা

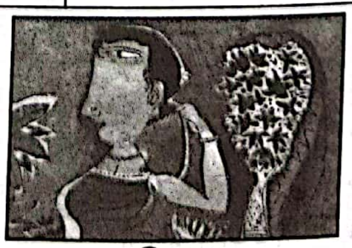

নারীর স্বপ্ন

Scanned with CamScanner

এস এম সুলতান

- বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।
- জন্ম- নড়াইলে (নড়াইলের চিত্রা নদীর পারে মাছিমদিয়ায় তাঁর স্মৃতি সংগ্রহশালা রয়েছে)।
- **'খাকসার আন্দোলন'** নামে একটি সেবামূলক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।
- নড়াইলে নিজ বাড়িতে শিশুদের জন্য **'শিশুস্বর্গ'** ও **'চারুপীঠ'** নামে দুটি চিত্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।
- তাঁর চিত্রকর্মে প্রাধান্য পায়- আবহমান বাংলা ও গ্রামবাংলার মেহনতি মানুষ।
- **'প্রথম বৃক্ষরোপণ'** (The First Plantation) নামক বিখ্যাত চিত্রকর্মটি অঙ্কন করেন।

এস এম সুলতানের ডাকনাম ছিল লাল মিয়া

উল্লেখযোগ্য কর্ম

♦ চরদখল	♦ জমি কর্ষণ	♦ ধান মাড়াই
♦ হত্যাযজ্ঞ	♦ মাছ কাটা	♦ ধান ভানা
♦ গ্রাম্য কাইজা	♦ মাছ ধরা	♦ পাট কাটা
♦ পৃথিবীর মানচিত্র	♦ শাপলা তোলা	♦ নদী পারাপার

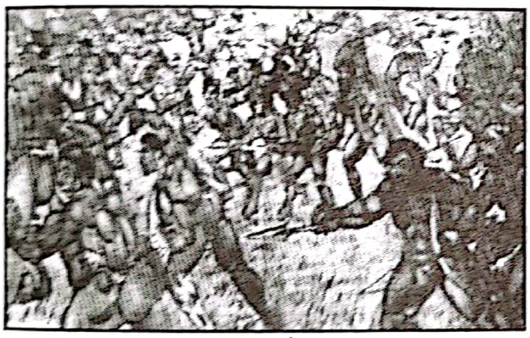

চর দখল

হত্যাযজ্ঞ

মাছ ধরা

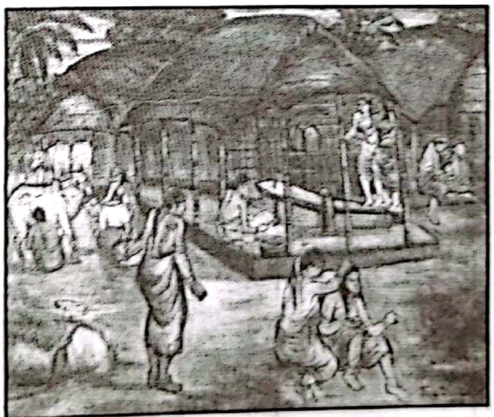

ধান ভানা

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চিত্রশিল্পী

মুস্তফা মনোয়ার	◆ দ্বিতীয় সাফ গেমসের প্রতীক 'মিশুক' এর নির্মাতা ছিলেন। ◆ শিক্ষামূলক 'মীনা' কার্টুন তাঁর অমর সৃষ্টি। ◆ মীনা দিবস- ২৪ সেপ্টেম্বর।
মুর্তজা বশীর	◆ পরিচয়- চিত্রশিল্পী, কার্টুনিস্ট ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ◆ তাঁর পিতা- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ◆ প্রবর্তক- বিমূর্ত বাস্তবতা শিল্পধারার। ◆ বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামকে মনে রেখে এঁকেছিলেন 'এপিটাফ' সিরিজ।
রফিকুন্নবী	◆ পরিচিতি- ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী ও কার্টুনিস্ট হিসেবে। ◆ উপনাম- রনবী। ◆ তার অনবদ্য কার্টুন চরিত্র- টোকাই।
শাহাবুদ্দিন আহমেদ	◆ মুক্তিযুদ্ধে প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দেন। ◆ চিত্রকর্মে অসামান্য অবদানের জন্য ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা নাইট উপাধি (Knight in the Order of Fine Arts and Humanities) পেয়েছেন।
সফিউদ্দিন আহমেদ	◆ বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রের জনক বলা হয়। ◆ তিনি নব্বইয়ের দশকে কিছু রেখাচিত্র আঁকেন যা 'ব্ল্যাক সিরিজ' বা 'কালো চিত্রমালা' নামে পরিচিত। ◆ তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম হলো- 'জলের নিনাদ', 'পারাবত', 'সাঁওতাল রমণী', 'মেলার পথে', 'একাত্তরের স্মৃতি' প্রভৃতি।
শিশির ভট্টাচার্য	◆ দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকার মূল কার্টুনিস্ট।
রশীদ চৌধুরী	◆ ট্যাপেস্ট্রি শিল্পী হিসেবে পরিচিত। ◆ বয়নশিল্পের এক ভিন্নতর মাধ্যমের নাম ট্যাপেস্ট্রি।
মোহাম্মদ কিবরিয়া	◆ বাংলাদেশের আধুনিক বিমূর্ত শিল্পধারার জনক।
 কে জি মুস্তাফা	◆ বাংলাদেশের প্রথম টাকা ও কয়েনের নকশাকার। ◆ ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসে প্রকাশিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেটের নকশা করেন। 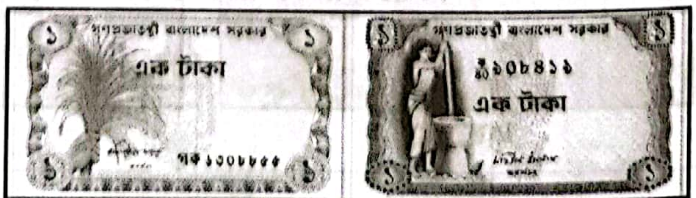 কে জি মুস্তাফার নকশা করা ১ টাকার ব্যাংক নোট (১৯৭৩)

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নবান্ন' স্ক্রলচিত্রটি কার আঁকা? [DU খ' ২২-২৩]
ক. জয়নুল আবেদিন খ. কামরুল হাসান গ. এস.এম. সুলতান ঘ. মোহাম্মদ কিবরিয়া

০২. সূচনাকালে বাংলা নববর্ষের সঙ্গে সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক ছিল- [DU খ' ২২-২৩]
ক. সংস্কৃতির খ. ব্যবসার গ. কৃষির ঘ. রাজনীতির

০৩. 'দ্য ফার্স্ট প্ল্যান্টেশন' শিল্পকর্মটি কার? (DU ঘ' ২০-২১)
ক. জয়নুল আবেদিন খ. কামরুল হাসান গ. মুর্তজা বশীর ঘ. এস.এম সুলতান

০৪. 'মনপুরা ৭০' কী? [ঢাবি ঘ' ১৬-১৭, 26 BCS]
ক. একটি উপজেলা খ. একটি নদী বন্দর গ. একটি উপন্যাস ঘ. একটি চিত্র শিল্প

০৫. 'ম্যাডোনা ৪৩' চিত্রকর্মের শিল্পী কে? [DU ঘ' ১৩-১৪]
ক. কামরুল হাসান খ. মোহাম্মদ কিবরিয়া গ. এস এম সুলতান ঘ. জয়নুল আবেদীন

০৬. 'গম্ভীরা' বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের লোক সংগীত? [12 BCS; DU ঘ' ০৪-০৫, ৯৭-৯৮]
ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম খ. সিলেট গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. রংপুর

০৭. বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর ছবি এঁকে বিখ্যাত হন কোন শিল্পী? [20 BCS; DU ঘ ০৩-০৪]
ক. এস এম সুলতান খ. জয়নুল আবেদীন গ. কামরুল হাসান ঘ. শফিউদ্দীন আহমদ

০৮. 'ম্যাডোনা ৪৩' হলো? [DU ঘ' ০৪-০৫]
ক. কামরুল হাসানের চিত্রকর্ম খ. রশীদ চৌধুরীর টেরাকোটা
গ. জয়নুল আবেদীনের চিত্রকর্ম ঘ. জহির রায়হানের চলচ্চিত্র

বি সি এস

০৯. শিল্পী জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালাটি কোথায়? [33 BCS]
ক. ঢাকায় খ. ময়মনসিংহে গ. চট্টগ্রামে ঘ. নড়াইলে

১০. 'মনপুরা-৭০' কি? [26 BCS]
ক. একটি উপজেলা খ. একটি নদীবন্দর গ. একটি উপন্যাস ঘ. একটি চিত্রশিল্প

১১. বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর ছবি এঁকে বিখ্যাত হন কোন শিল্পী? [20 BCS]
ক. কামরুল হাসান খ. জয়নুল আবেদিন গ. এস এম সুলতান ঘ. শাহাবুদ্দিন

১২. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি' গানের রচয়িতা কে? [19, 10 BCS]
ক. আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী খ. আলতাফ মাহমুদ
গ. আব্দুল লতিফ ঘ. আব্দুল আলিম

১৩. বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের? [22 BCS]
ক. রাঙামাটি খ. রংপুর গ. কুমিল্লা ঘ. সিলেট

১৪. 'সব কটি জানালা খুলে দাও না'-এর গীতিকার কে? [16 BCS]
ক. আলতাফ মাহমুদ খ. নজরুল ইসলাম বাবু
গ. ড. মনিরুজ্জামান ঘ. ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

১৫. বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'তিন কন্যা' এর চিত্রকর কে? [35 BCS]
ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান গ. এসএম সুলতান ঘ. রফিকুন্নবী

১৬. বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? [10, 14, 19, 22 BCS; DU ঘ ০৯-১০, MC ০৬-০৭]
ক. ময়নামতি খ. সোনারগাঁও গ. ঢাকা ঘ. পাহাড়পুর

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. গ	৭. খ	৮. গ
৯. খ	১০. ঘ	১১. খ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. খ	১৬. খ

Scanned with CamScanner

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

১৭. লাল মিয়া কোন শিল্পীর ডাকনাম? [রাবি ক' ২১-২২]
ক. মোহাম্মদ কিবরিয়া খ. মুর্তজা বশীর গ. এস এম সুলতান ঘ. আমিনুল ইসলাম

১৮. 'গরুর গাড়ি' চিত্রকর্মটি কার? [রাবি ক' ২১-২২]
ক. হাশেম খান খ. কামরুল হাসান গ. জয়নুল আবেদিন ঘ. এস এম সুলতান

১৯. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন- [রাবি ১৭-১৮]
ক. ১৯১৩ খ. ১৯১৪ গ. ১৯১৫ ঘ. ১৯১৬

২০. 'উঁকি' কোন বিখ্যাত শিল্পীর শিল্পকর্ম? [রাবি ১৬-১৭]
ক. জয়নুল আবেদিন খ. আমিনুল ইসলাম গ. এস এম সুলতান ঘ. কামরুল হাসান

২১. 'ভাওয়াইয়া' কোন অঞ্চলের লোকসংগীত? [রাবি-ফেকলোর, ০৭-০৮/ইবি 'B' 15-16]
ক. রাজশাহী খ. রংপুর গ. কুষ্টিয়া ঘ. ময়মনসিংহ

২২. 'ম্যাডোনা-৪৩ কি? [ববি খ' ১৫-১৬]
ক. প্রখ্যাত মডেল খ. বিখ্যাত ভাস্কর্য গ. অস্কার জয়ী ফিল্ম ঘ. একটি চিত্রকর্ম

২৩. শিল্পী এস এম সুলতান নিজের বাড়িতে গড়ে তোলেন- [জাবি গ' ১৪-১৫]
ক. শিশুপাঠ খ. শিশু নিকেতন গ. চারুস্বর্গ ঘ. শিশুস্বর্গ

২৪. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? [কুকনইবি খ' ১৪-১৫]
ক. চট্টগ্রামে খ. ঢাকায় গ. কুমিল্লায় ঘ. ময়মনসিংহে

২৫. 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়' গানটির রচয়িতা-[RU 'A' 14-15]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. অতুল প্রসাদ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রজনীকান্ত সেন

২৬. বাংলাদেশে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ের প্রবর্তক কে? [জবি চ' ১৪-১৫]
ক. ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী খ. সেলিম আল দীন
গ. জামিল আহমেদ ঘ. আহমদ ছফা

২৭. এস এম সুলতানের শিল্পকর্ম কোনটি? [জবি চ' ১৪-১৫]
ক. দুর্ভিক্ষ খ. পাইন্যার মা গ. বিজয় ঘ. প্রথম বৃক্ষ রোপন

২৮. 'সব কটি জানালা খুলে দাও না' গানটির সুরকার কে? [রাবি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ০৮-০৯]
ক. সত্য সাহা খ. আজাদ রহমান
গ. ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুল ঘ. আলতাফ মাহমুদ

২৯. 'ভাটিয়ালী' বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক, ০৯]
ক. রংপুর খ. ময়মনসিংহ গ. দিনাজপুর ঘ. জামালপুর

৩০. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি-গানটির শিল্পী কে? [MC 05-06]
ক. আপেল মাহমুদ খ. সৈয়দ আবদুল হাদী
গ. আব্দুল লতিফ ঘ. রুনা লায়লা

৩১. 'আমি বাংলায় গান গাই'-এর প্রথম গায়ক- [চবি-ঘ, ০৫-০৬]
ক. সুবীর নন্দী খ. প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মাহমুদুজ্জামান বাবু ঘ. আব্দুল জব্বার

উত্তরমালা

১৭. গ	১৮. গ	১৯. খ	২০. ঘ	২১. খ	২২. ঘ	২৩. ঘ	২৪. ঘ
২৫. গ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. খ	৩০. ক	৩১. খ	

Scanned with CamScanner

কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (বাংলা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কাজী ফকির আহমেদ ও জাহেদা খাতুন এর ৬ষ্ঠ সন্তান। তাঁর ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'। নজরুলের ছদ্মনাম ছিল **'ধূমকেতু'**। ১৯২০ সালে সৈনিক জীবন ত্যাগ করে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাধনায় মগ্ন হন। ১৯৪২ সালে তিনি **'পিকস ডিজিজ'** নামক মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ঢাবির কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আরো জানতে হবে

সৈনিক জীবন	◆ নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন **১৯১৭** সালের শেষের দিকে। ◆ তিনি সৈনিক ছিলেন **৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে**। ◆ সৈনিক জীবন কাটান **করাচি সেনানিবাসে**। ◆ সৈনিক জীবন ত্যাগ করেন ১৯২০ সালে।
সাংবাদিকতা	◆ **৩টি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন**- ধূমকেতু, নবযুগ ও লাঙ্গল। ◆ ১৯২২ সালে ধুমকেতু পত্রিকায় **'আনন্দময়ীর আগমনে'** রাজনৈতিক কবিতাটি প্রকাশিত হলে কুমিল্লা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বাংলাদেশে আগমন	◆ **১৯২৬ সালে প্রথম ঢাকায় আসেন।** ◆ কবিকে ১৯৭২ সালের ২৪ মে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে ভারত হতে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে আনা হয় এবং **জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়**। ১৯৭৪ সালে এক সংবর্ধনায় তাঁকে **জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।** ◆ ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে কবিকে **বাংলাদেশের নাগরিকত্ব** দেয়া হয়। ◆ ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ হয়।
চলচ্চিত্রে নজরুল	◆ কাজী নজরুল ইসলাম **প্রথম বাঙালি মুসলমান চলচ্চিত্রকার।** ◆ নজরুল অভিনীত চলচ্চিত্র **'ধ্রুব'**। ◆ নজরুল পরিচালিত চলচ্চিত্র **'ধূপছায়া'** (১৯৩১ সালে)। **ধ্রুব চলচ্চিত্রে অভিনয়রত নজরুল**

অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থ

- এটি কবির প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে।
- গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন বিপ্লবী বারিন্দ্র কুমার ঘোষকে।
- মোট কবিতা আছে ১২টি।
- প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস।
- বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি এ কাব্যগ্রন্থের ২য় কবিতা।
- বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় ১৯২২ সালে।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ

বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ

কাজী নজরুলের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ ৫টি

		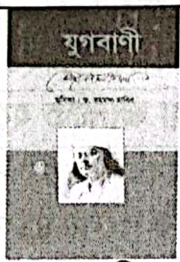		
ভাঙ্গার গান	বিষের বাঁশী	যুগবাণী	প্রলয়-শিখা	চন্দ্রবিন্দু

নজরুলের সাহিত্য কর্ম

কাব্যগ্রন্থ	♦ অগ্নিবীণা ♦ বিষের বাঁশী ♦ সর্বহারা	♦ সন্ধ্যা ♦ প্রলয় শিখা ♦ দোলন চাঁপা	♦ ভাঙার গান ♦ ছায়ানট ♦ সিন্ধু হিন্দোল
উপন্যাস	♦ বাঁধন হারা	♦ মৃত্যুক্ষুধা	♦ কুহেলিকা
নাটক	♦ ঝিলিমিলি	♦ আলেয়া	♦ মধুমালা
গল্পগ্রন্থ	♦ ব্যথার দান	♦ শিউলি মালা	♦ রিক্তের বেদন
প্রবন্ধ	♦ যুগবাণী	♦ রুদ্রমঙ্গল	♦ রাজবন্দীর জবানবন্দী
জীবনীগ্রন্থ	♦ মরুভাস্কর- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনভিত্তিক। ♦ চিত্তনামা- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনভিত্তিক।		

নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত স্থান

- কাজীর শিমলা, ত্রিশাল
- দৌলতপুর, কুমিল্লা
- কার্পাসডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা

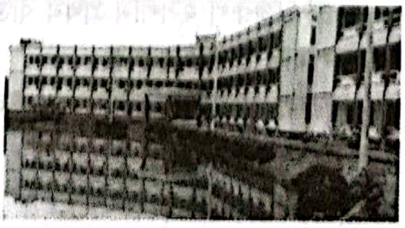

কবির স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশালে কবির নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নজরুলের প্রকাশিত প্রথম

- 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'- কবির প্রথম প্রকাশিত লেখা।
- কবিতা- মুক্তি (১৯১৯, 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায়')।
- গল্পগ্রন্থ- ব্যাথার দান (১৯২২)।
- কাব্যগ্রন্থ- অগ্নিবীণা (১৯২২)।
- উপন্যাস- বাঁধন-হারা (১৯২৭)।
- প্রবন্ধ- তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা (১৯১৯)।
- প্রবন্ধগ্রন্থ- যুগবাণী (১৯২২)।
- নাটক- ঝিলিমিলি (১৯২৭)।
- বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ- যুগবাণী (১৯২২)।

নজরুলের প্রথম উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা'

নজরুলের দাম্পত্য জীবন

কুমিল্লার দৌলতপুরে থাকাকালে নার্গিসের সাথে কবির সখ্য হয়। ১৯২১ সালে নজরুল-নার্গিসের বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু কাবিনের শর্তে নার্গিসের মামা আলী আকবর খান নজরুলকে ঘরজামাই থাকার শর্ত জুড়ে দেন যা নজরুল মেনে নিতে পারেন নি। ফলে বাসর রাতেই নজরুল দৌলতপুর ছেড়ে চলে যান। এর পর দীর্ঘ ১৬ বছর নজরুল-নার্গিসের কোন যোগাযোগ হয়নি। ১৯২৪ সালে নজরুল কুমিল্লার কান্দিরপাড় এলাকার মেয়ে আশালতা সেনগুপ্তা দুলী ওরফে প্রমীলা দেবীকে বিয়ে করেন। প্রমীলাকে নিয়েই কেটেছিল নজরুলের দাম্পত্য জীবন। আশালতাসেন গুপ্তের জন্ম মানিকগঞ্জে হলেও তিনি বসবাস করতেন কুমিল্লায়।

নজরুল ও প্রমীলা দেবী

পুরস্কার

- ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'জগত্তারিণী' উপাধি লাভ।
- ১৯৬০ সালে ভারত সরকার হতে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ।
- ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী হতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ।
- ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ।
- ১৯৭৬ সালে সাহিত্যে একুশে পদক লাভ।

আরো জানতে হবে

- ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের তৎকালীন মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে 'চল চল চল' গানটিকে রণসংগীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়।
- নজরুল মোট ১৩ বার ঢাকায় আসেন। ১ম বার আসেন ১৯২৬ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন মোট ৫বার।

Scanned with CamScanner

সঞ্চিতা এবং সঞ্চয়িতা

সঞ্চিতা (কাব্য সংকলন)	❍ 'সঞ্চিতা' কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সংকলন। গ্রন্থটি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ❍ 'সঞ্চয়িতা' হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য সংকলন ।	সঞ্চয়িতা (কাব্য সংকলন)

রাজবন্দীর জবানবন্দী

১৯২৩ সালে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশের জন্য নজরুলকে গ্রেফতার করা হলে আদালতে 'আত্মপক্ষ সমর্থন করে নজরুল যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন সেটাই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'।

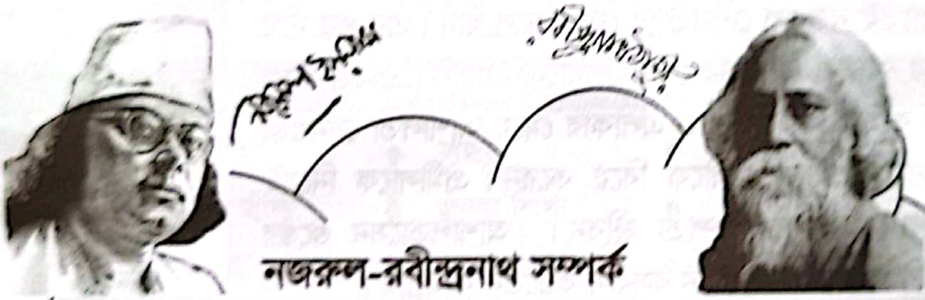

নজরুল-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক

- ❖ নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকাকে আর্শীবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ❖ নজরুল জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। নজরুল খুশি হয়ে জেলে বসেই 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে....' কবিতাটি লিখেন।
- ❖ নজরুলের অনশনকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে টেলিগ্রাম পাঠান 'Give up hunger strike, Our literature claims you'.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

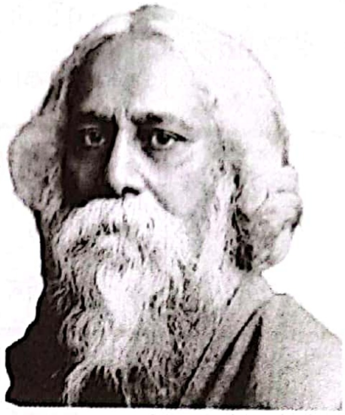

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **১৮৬১** সালের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জননী সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ ছিলেন **পীরালি ব্রাহ্মণ**। বিশ্বকবি অভিধায় সম্ভাষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের **ছোটগল্পের জনক এবং প্রথম সার্থক ছোটগল্পের রচয়িতা**। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম "মুসলমানীর গল্প"। পরিবারিক জমিদারি তদারকির সূত্রে **কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কালই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ**। 'সোনার তরী' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোও তিনি একই সময়ে রচনা করেন। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান ঘটে।

আরো জানতে হবে

'আমার সোনার বাংলা' রচনা	১৯০৫ তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি **'আমার সোনার বাংলা'** গানটি রচনা করেন যা প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯০৫** সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। গানটি **'গীতবিতান'** গ্রন্থের **'স্বরবিতান'** অংশভুক্ত।
আইনস্টাইন এর সাথে সাক্ষাত	আইনস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাত হয় মোট ৪ বার। ১৯২৬ সালে জার্মানীতে আইনস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাত হয়। দ্বিতীয় বার আইনস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাত হয় ১৯৩০ সালে। 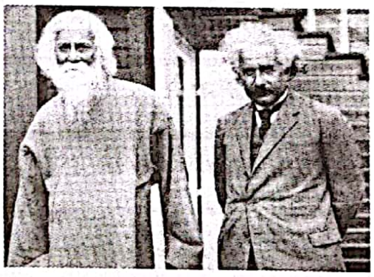
স্মৃতিবিজড়িত স্থান	বাংলাদেশের **সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, নওগাঁর পতিশ্বর** ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্থান।
ঢাকায় আগমন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় আসেন **২বার**। প্রথম বার আসেন **১৮৯৮ সালে** আর দ্বিতীয় বার আসেন **১৯২৬ সালে**।
উপাধি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'বিশ্বকবি' হিসেবে প্রথম অভিষিক্ত করেন পন্ডিত **রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়**। **'ভানুসিংহ ঠাকুর'** তার ছদ্ম নাম। রবীন্দ্রনাথকে **গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি** উপাধিতেও ভূষিত করা হয়।
সম্মাননা	১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে **'নাইট'** উপাধি দেয় কিন্তু **১৯১৯** সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এই উপাধি প্রত্যাহার করেন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **ডি-লিট** ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **ডি-লিট** ডিগ্রি লাভ করেন।

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্ম

উপন্যাস	♦ বউ ঠাকুরাণীর হাট ♦ ঘরে বাইরে ♦ গোরা ♦ নৌকা ডুবি ♦ শেষের কবিতা ♦ চোখের বালি
নাটক	♦ বাল্মীকি প্রতিভা- প্রথম প্রকাশিত নাটক। ♦ বসন্ত ♦ কালের যাত্রা ♦ তাসের দেশ ♦ বিসর্জন ♦ ডাকঘর ♦ রক্তকরবী
ছোটগল্প	♦ ভিখারিণী- প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প। ♦ দেনা-পাওনা- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। ♦ হৈমন্তী ♦ মুসলমানীর গল্প ♦ পোস্টমাস্টার
কাব্যগ্রন্থ	♦ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ♦ খেয়া ♦ সোনার তরী ♦ বলাকা ♦ শেষলেখা ♦ গীতাঞ্জলি ♦ মানসী ♦ ক্ষণিকা ♦ চিত্রা ♦ সঞ্চয়িতা ♦ গীতবিতান
ভ্রমণ কাহিনী	♦ রাশিয়ার চিঠি ♦ জাভা-যাত্রীর পত্র ♦ য়ুরোপ প্রবাসী ডায়েরী
পত্র সংকলন	♦ ছিন্নপত্র ♦ ভানুসিংহের পদাবলী
চিত্রকলা	♦ নিজের আঁকা ছবিগুলোকে 'শেষ বয়সের প্রিয়া' বলে আখ্যায়িত করতেন।

রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন

নজরুলকে
'বসন্ত' নাটকটি

শরৎচন্দ্রকে
'কালের যাত্রা' নাটকটি

সুভাস চন্দ্র বসুকে
'তাসের দেশ' নাটকটি

জগদীশচন্দ্র বসুকে
'খেয়া' কাব্যগ্রন্থটি

* রবীন্দ্রনাথ **'পূরবী'** কাব্যগ্রন্থটি আর্জেন্টিনার কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে উৎসর্গ করেন। নিজ স্ত্রীর মৃত্যুতে কবি **'নৈবেদ্য'** কাব্যটি রচনা করেন। কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ বা শেষ গ্রন্থ হচ্ছে **'শেষ লেখা'** যেটি কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

Scanned with CamScanner

গীতাঞ্জলি ও নোবেল পুরস্কার

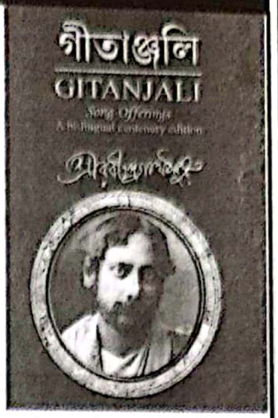

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' (প্রকাশকাল- ১৯১০ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ Song Offerings ইংরেজি ভাষায় গদ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংকলনগ্রন্থ। ১৯১২ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রথম Song Offerings প্রকাশিত হয়। **Song Offerings গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেন W.B. Yeates। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন।** কাব্যটিতে ১৫৭টি কবিতা ও গান রয়েছে।

আরো জানতে হবে

- **'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১০ নভেম্বর, ১৯১৩।**
- **নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় তথা এশীয় এবং সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম অ-ইউরোপীয় ব্যক্তি-** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- **শান্তি নিকেতন থেকে নোবেল পুরস্কার চুরি হয়ে যায়-** ২০০৪ সালে।
- **'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি 'Song Offerings' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন-** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই।
- **Song Offerings গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেন-** W.B. Yeates।

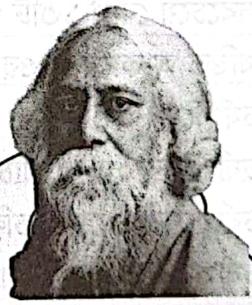

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নজরুল

- নজরুল তার 'সঞ্চিতা' কাব্যসংকলনটি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে।
- রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নজরুলের লেখা কবিতার সংখ্যা মোট ৮টি
- রীবন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে নজরুল 'রবিহারা' কবিতাটি লিখেন।
- রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নজরুলের লেখা গান 'ঘুমাইতে দাও, শান্ত রবিরে জাগায়োনা...'

Scanned with CamScanner

চর্যাপদ

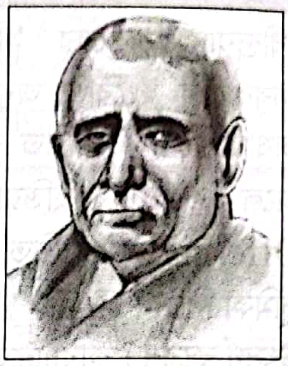

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ।
- চর্যাপদ হচ্ছে হাজার বছরের পুরান বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।
- ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের **'নেপাল রয়্যাল লাইব্রেরী'** থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। হাজার হাজার পুরান বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে।
- চর্যাপদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।
- চর্যাপদের রচনাকাল ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর মতে ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ এবং ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে ৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
- চর্যাপদদের ভাষাকে বলা হয় সান্ধ্য ভাষা।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৩ জন এবং পদ রয়েছে ৫০টি। কিন্তু সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদে কবির সংখ্যা ২৪ জন এবং পদ রয়েছে ৫১টি।
- চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদের নাম মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ। অনুবাদক পল্লীকবি জসিম উদ্দিনের কন্যা, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের সহধর্মিনী হাসনা উদ্দীন মওদুদ।
- মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত হয় কলকাতার আনন্দ প্রকাশ থেকে ২০১৭ সালে
- চর্যাপদ কে বৌদ্ধ সহায়িকাদের কবিতা বা গান বলা হয়।
- সবচেয়ে বেশি ১৩টি পদ রচনা করেন কাহ্নপা।
- খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে ২৩ নং পদ।
- চর্যাপদের ২৩,২৪ ও ৪৮ নং পদ পাওয়া যায় নি।
- চর্যাপদের ২য় সর্ব্বোচ্চ পদ লেখেন ভুসুকুপা, ৮টি।
- চর্যাপদের সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়।
- চর্যাপদ পাল আমলের সাহিত্য নিদর্শন।

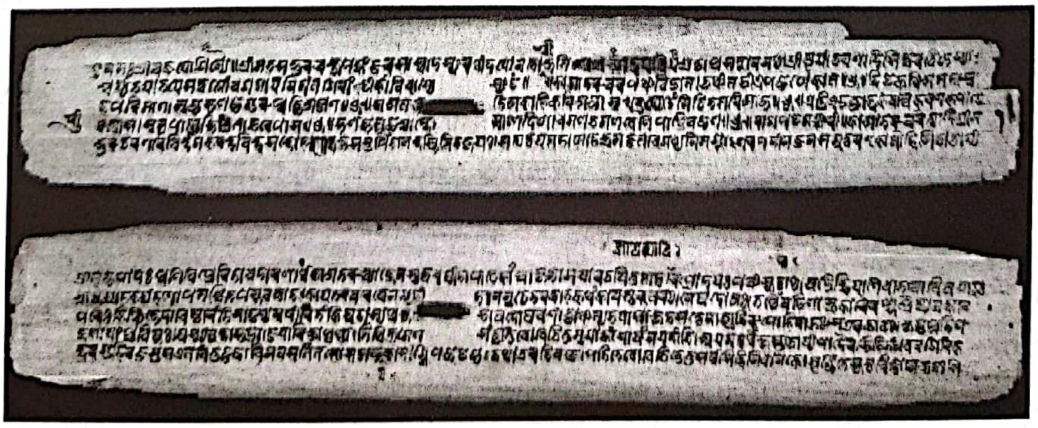

চর্যাপদ পাল আমলের সাহিত্য নিদর্শন

কবি-সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

ছদ্মনাম	নাম
ভানুসিংহ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তারাক্ষ্যাপা, ধূমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম
নীল লোহিত	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
গাজী মিয়া	মীর হোসেন
টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র
হুতোম পেঁচা	কালীপ্রসন্ন সিংহ
বড়ু চন্ডীদাস	অনন্ত চৌধুরী
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
মৌমাছি	বিমল ঘোষ
কায়কোবাদ	কাজেম আল কোরায়শী
শওকত ওসমান	শেখ আজিজুর রহমান
যাযাবর	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বীরবল	প্রমথ চৌধুরী
কালকূট	সমরেশ বসু
দৃষ্টিহীন	মধুসূদন মজুমদার
সত্যসুন্দর দাস	মোহিতলাল মজুমদার

বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্য

মহাকাব্য	রচয়িতা
মেঘনাদবধ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মহাশ্মশান	কায়কোবাদ
মহাভারত	বেদব্যাস
স্পেন বিজয়	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
রামায়ণ	বাল্মীকি
পৃথ্বীরাজ	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শওকত ওসমানের আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান

কায়কোবাদ এর আসল নাম কাজেম আল কোরায়শী

মৌমাছি ছদ্মনামে লিখতেন বিমল ঘোষ

Scanned with CamScanner

কবি সাহিত্যিকদের উপাধি

উপাধি	কবি-সাহিত্যিক নাম
বিশ্বকবি/নাইট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিদ্রোহী কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
গদ্যের জনক/বিদ্যাসাগর	ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপ্যাধায়
সাহিত্য সম্রাট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যুগসন্ধিক্ষণের কবি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
রায় গুণাকর	ভারতচন্দ্র
বাংলার মিল্টন	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মুসলিম রেঁনেসার কবি	ফররুখ আহমেদ
রূপসী বাংলার কবি	জীবনানন্দ দাশ
দৌলত উজির	বাহরাম খাঁ
মাইকেল	মধুসূদন দত্ত
কবিঙ্কন	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
যাযাবর	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ভোরের পাখি	বিহারীলাল চক্রবর্তী
ছন্দের যাদুকর	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সাহিত্যরত্ন	নজিবর রহমান
অপরাজেয়	শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়
ভাষা বিজ্ঞান/ভাষাতত্ত্ববিদ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
চারণ কবি	মুকুন্দরাম দাস
মার্কসবাদী কবি	বিষ্ণু দে
ছান্দসিক কবি	আব্দুল কাদির
কিশোর কবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য
নাগরিক কবি	সমর সেন
সাহিত্য বিশারদ	আবদুল করিম
তর্করত্ন	রাম নারায়ণ
পল্লীকবি	জসীমউদ্দীন
স্বভাব কবি	গোবিন্দ দাস
মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
মিথিলার/পদাবলীর কবি	বিদ্যাপতি
মহাকবি	আলাওল

Scanned with CamScanner

উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা, প্রকাশকাল ও সম্পাদক

পত্রিকা	প্রকাশকাল	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
দিগদর্শন	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
বাঙ্গাল গেজেট	১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
রংপুর বার্তাবহ	১৮৪৭	গুরুচরণ শর্মা রায়
সাপ্তাহিক বার্তাবহ	১৮৫৩	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা	১৮৬৩	কাঙ্গাল হরিণাথ মজুমদার
সাহিত্য সংক্রান্তি	১৮৬৩	বিহারীলাল চক্রবর্তী
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাধনা	১৮৯১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাসিক মোহাম্মদী	১৯২৭	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
মাসিক সওগাঁত	১৯১৮	মোঃ নাসির উদ্দীন
সাপ্তাহিক সওগাঁত	১৯২৮	মোঃ নাসির উদ্দীন
মোসলেম ভারত	১৯২০	মোজাম্মেল হক
আঙুর (কিশোর পত্রিকা)	১৯২০	ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
ধুমকেতু	১৯২২	কাজী নজরুল ইসলাম
লাঙ্গল	১৯২৫	কাজী নজরুল ইসলাম
দৈনিক নবযুগ	১৯৪১	কাজী নজরুল ইসলাম
কল্লোল	১৯২৩	দীনেশ রঞ্জন দাস
মুসলিম জগৎ	১৯২৩	খান মোঃ মঈনউদ্দীন
সাপ্তাহিক মুসলিম জগৎ	১৯২৫	আবুল কালাম শামসুদ্দীন
কালিকলম	১৯২৬	পেমেন্দ্র মিত্র
শিখা	-----	কাজী মোতাহার হোসেন
সাহিত্য পত্র	১৯৪২	বিষ্ণু দে
বেগম	১৯৪৯	নূরজাহান বেগম
মাহে নও	১৯৪৯	আবদুল কাদির
সমকাল (মাসিক)	১৯৫৭	সিকান্দার আবু জাফর
সাম্যবাদী		খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

পত্রিকা	তথ্য
বেঙ্গল গেজেট (সাপ্তাহিক)	ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র
দিকদর্শন (মাসিক)	বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র
সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক)	শ্রীরামপুর মিশনারী কর্তৃক প্রকাশিত
সম্বাদ কৌমুদী	প্রকাশক- রাজা রামমোহন রায়
মিরাতুল আখবার	ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা
সংবাদ প্রভাকর	বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র
জ্ঞানান্বেষণ	'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপাত্র
রংপুর বার্তাবহ	বাংলাদেশ ভূ-খণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা
ঢাকা প্রকাশ (সাপ্তাহিক)	ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র
গ্রামবার্তা	কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত
সবুজপত্র (সাময়িকপত্র)	চলতি (কথ্য) রীতির প্রথম মুখপত্র
ধূমকেতু	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনন্দন বাণী দিয়েছিলেন
শনিবারের চিঠি	সজনীকান্ত দাস সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন
ক্রান্তি	প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র
বেগম	ভারত বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা
সমকাল	প্রভাবশালী সাহিত্য পত্রিকা
লোকায়েত	লন্ডন থেকে প্রকাশিত

বিখ্যাত ব্যক্তিদের পৈতৃক নিবাস

নাম	পৈতৃক নিবাস	নাম	পৈতৃক নিবাস
অমর্ত্য সেন	মানিকগঞ্জ	সত্যজিৎ রায়	কিশোরগঞ্জ
হীরালাল সেন	মানিকগঞ্জ	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	গোপালগঞ্জ
অতীশ দীপংকর	মুন্সিগঞ্জ	জ্যোতি বসু	নারায়ণগঞ্জ
ব্রজেন দাস	মুন্সিগঞ্জ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	খুলনা
সরোজিনী নাইডু	মুন্সিগঞ্জ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	মাদারীপুর

Scanned with CamScanner

উদ্ধৃতি-সংকলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- আজি এ প্রভাতে রবির কর
  কেমনে পশিল প্রাণের পর
- মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
  মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
- গভীর ক্রন্দন, যেতে নাহি দিব হায়
  তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়।
- যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
  যাহা পাই তাহা চাই না
- সত্য যে কঠিন
  কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
  সে কখনো করে না বঞ্চনা।
- সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী
  রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।
- বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
  বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
- অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
  তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।
- উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
  ভয় নাই ওরে ভয় নাই
  নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
  ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।
- যে আছে মাটির কাছাকাছি
  সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
- দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
  ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
  একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।
- এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
  মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।
- আগে চাই বাংলা ভাষার গাথুনি, তারপর ইংরেজি শিক্ষার পত্তন।
- শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ।
- বিদ্যাকে যদি হীরার সাথে তুলনা করা হয়
  তাহলে তাতে যে দ্যুতি ছড়িয়ে পড়বে
  সেই হবে তার সংস্কৃতি।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।
- জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা।
- মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

কাজী নজরুল ইসলাম

- মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
  আর হাতে রণ তূর্য।
- নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশের মম
  চির মনোরম চির মধুর।
- হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান
  তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান।
- বার্ধ্যক্যে তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে।

জীবনানন্দ দাশ

- বাংলায় মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি
  পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর।
- অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
  যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি চোখে দেখে তারা।
- মানুষের হলে তবুও মানুষ থেকে যায়।
- আবার আসিবো ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের দেশে।

জসীম উদ্‌দীন

- রাখাল ছেলে রাখাল ছেলে বারেক ফিরে চাও.....বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও।

মধুসূদন দত্ত

- জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?
- হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,
  .... পর ধন লোভে মত্ত
- সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
  সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।

চন্ডীদাস

- শুনহ মানুষ ভাই
  সবার উপর মানুষ সত্য
  তাহার উপর নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

- যে জন দিবসে মনের হরষে
  জ্বালায় মোমের বাতি।
- কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
  দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

- ধন্যধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
  তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

- অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

- কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
  ভিতরে সবার সমান রাঙা।
- মধুর চেয়ে আছে মধু
  সে আমার দেশের মাটি
  আমার দেশের পায়ের ধুলো
  খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

- পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
  কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।
- সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
  সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

কামিনী রায়

- সকলের তরে সকলে আমরা
  প্রত্যেকে মোরা পরের তরে
- পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
  এ জীবন মন সকলি দাও।
- সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
  পাছে লোকে কিছু বলে।

বেগম রোকেয়া

- বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল।
- স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন,
  স্ত্রী তখন বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপেন।

সুফিয়া কামাল

- হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়
- জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।

দাউদ হায়দার

- জন্মই আমার আজন্ম পাপ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

- এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।
- ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।
- সাবাস বাংলাদেশ!
  এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়;
  জ্বলে-পুড়ে মরে ছাড়খার
  তবু মাতা নোয়াবার নয়।

অতুলপ্রসাদ সেন

- মোদের গরব, মোদের আশা
  আ-মরি বাংলা ভাষা।

নির্মলেন্দু গুণ

- যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা।

Scanned with CamScanner

শেখ ফজলুল করিম

- কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
  কে বলে তা বহুদূর
  মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক
  মানুষেতে সুরাসুর।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?
- পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

- ফুল ফুটুক আর না ফুটুক, আজ বসন্ত।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

- স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

- মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
  হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

- বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ
  মাগো আমার শ্লোক বলা কাজলা দিদি কই

হেলাল হাফিজ

- এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

প্রমথ চৌধুরী

- সুশিক্ষিত মানুষ মাত্রই স্বশিক্ষিত।
- যে জাতি মনে বড় নয় সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়।

শামসুর রাহমান

- আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।
- স্বাধীনতা তুমি
  রবি ঠাকুরের অজয় কবিতা, অবিনাশী গান।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

- আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই
  স্বাধীনতার পতাকা আজ খাঁমচে ধরেছে
  সেই পুরনো শকুন।
- ভালো আছি ভালো থেকো
  আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো।

রফিক আজাদ

- ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো।

সৈয়দ মুজতবা আলী

- রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

- আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

উদ্ধৃতিটির প্রেক্ষাপট

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-কাব্যে প্রধান চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী এই কথা বলেছিল ছদ্মবেশী দেবী অন্নপূর্ণা কে। দেবী ঈশ্বরী পাঠনীকে (মাঝি) বলে, আমাকে খেয়া পার করে দাও। পাঠনী রাজি হয়ে দেবীকে তার নৌকায় তুলে নেয়। কিন্তু ঈশ্বরী পাঠনী দেবিকে চিনতে পারে না। যখন পাঠনী দেখে দেবী যেখানে পা রেখেছেন সেখানটা স্বর্ণ হয়ে যাচ্ছে তখন পাঠনী বুঝতে পারে তিনি সাধারণ কোনো নারী নয়, মহাদেবি। যখন মাঝি তাকে চিনেই ফেলে তখন দেবি অন্নপূর্ণা ছদ্মবেশ ছেড়ে বললেন, "তুমি কী চাও?" মাঝি দেবীকে জানালো-
"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

Scanned with CamScanner

কতিপয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

■ ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয়ে যাওয়ার পর রংপুরের উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার শেষ ইচ্ছা কি"? ক্ষুদিরাম বলেছিল, "আমিতো মেদিনীপুরের ছেলে আমি মেদিনীপুর যেতে চাই, মেদিনীপুর বাসীদের একটু দেখতে চাই"।

ক্ষুদিরামের শেষ ইচ্ছা পূরণ করা হয়নি। ১৯০৮ সালে মঙ্গলবার ভোরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর পিতাম্বর সেন লিখেছিলেন-

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
আমি হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী

■ বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করতো মুসলমানরা আর বিরোধিতা করেছিল হিন্দুরা। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন-

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

■ রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন, বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারের আন্তর্জাতিক সম্মাননা মিললো, শরীয়তপুরের অতুল প্রসাদ সেন তখন গাইলেন-

মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা

■ ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারা গেল। জয়নুল আবেদীন বিখ্যাত হলেন একটা চিত্রকর্ম এঁকে-

ম্যাডোনা-৪৩
এই ৪৩; ১৯৪৩ এর ৪৩

এই মন্বন্তরের প্রেক্ষিতেই নূরুল মোমেন লিখেছিলেন বিখ্যাত নাটক "নেমেসিস"
সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র "অশনি সংকেত"

■ পাকিস্তান থেকে যখন আমরা মুক্ত হলাম, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র হতে বিদায় নিলাম শেখ আজিজুর রহমান ছদ্মনামে লেখা ছোট সাইজের মানুষ শওকত ওসমান লিখলেন বিখ্যাত উপন্যাস-

জাহান্নাম হইতে বিদায়

■ আইয়ুব খান আমাদের শাসন করেছেন ১৯৫৮-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। এই সময়টাতে আমাদের জোর করে ক্রীতদাস বানিয়ে পিটিয়ে হাসাতে চেয়েছেন। বর্হিবিশ্বে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এরা হাসছে, এরা ভালো আছে। শওকত ওসমান আইয়ুব খানের চরিত্রটাই নিয়ে আসলেন রূপক অর্থে বিখ্যাত এক উপন্যাসে। আইয়ুব খানের শাসন নিয়ে শওকত ওসমান লিখলেন বিখ্যাত উপন্যাস-

ক্রীতদাসের হাসি

Scanned with CamScanner

■ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে ২০ জানুয়ারি গুলি করে হত্যা করা হলো নরসিংদীর ছেলে আসাদকে। আসাদের লাশ নিয়ে মিছিল হলো, আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে মিছিল হলো। নরসিংদীরই আরেক কবি শামসুর রাহমান লিখলেন সেই বিখ্যাত কবিতা-

আসাদের শার্ট

■ ১৯৩৭ সালে হিটলার স্পেনে আক্রমণ করে স্পেনের গোয়ের্নিকা শহরটি ধ্বংস করে। এই ধ্বংস যজ্ঞের চিত্রকর্ম আঁকেন স্পেনের মানবতাবাদী বিখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসো। যা বিখ্যাত চিত্রকর্ম

"গোয়ের্নিকা"।

■ আমেরিকা ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে ব্রিটেনের কাছ থেকে। আমেরিকার স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে ফ্রান্স। আমেরিকার স্বাধীনতার একশত বছর পূর্তিতে ফ্রান্স আমেরিকার জন্য উপহার পাঠায় যেটি

"স্ট্যাচু অব লিবার্টি"।

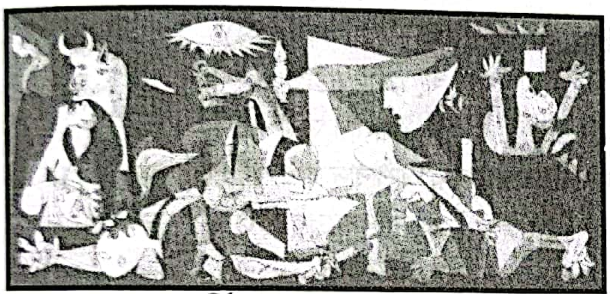

স্পেনের গোয়ের্নিকা শহর ধ্বংসের প্রেক্ষিতে পাবলো পিকাসো এঁকেছিলেন "গোয়ের্নিকা" চিত্রকর্মটি যেখানে মানুষ ও পশুর দুর্ভোগ ফুটে ওঠে

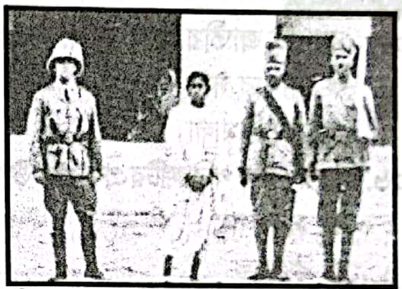

ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়ার প্রেক্ষিতে পিতাম্বর সেন লিখেছিলেন গান "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি আমি হাসি হাসি পরবো ফাঁসি"

ব্রিটেন হতে আমেরিকার স্বাধীনতার একশত বছর পূর্তিতে ফ্রান্স ১৮৮৬ সালে আমেরিকাকে উপহার পাঠায় "স্ট্যাচু অব লিবার্টি"

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করেন? [DU ঘ' ২১-২২]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. ডব্লিউ বি ইয়েটস গ. চার্লস ডিকেন্স ঘ. জন কিটস

০২. বরিশালের রূপে মুগ্ধ হয়ে কোন কবি এই নগরকে 'বাংলার ভেনিস' আখ্যা দিয়েছিলেন? (DU ঘ' ২০-২১)
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জসীমউদ্দীন ঘ. জীবনানন্দ দাশ

০৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোন ছবিতে অভিনয় করেছিলেন? [DU খ' ১৬-১৭]
ক. আয়না খ. ধ্রুব
গ. পথে হল দেরি ঘ. রক্তকরবী

০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কী? [ঢাবি ঘ' ১২-১৩, 19 BCS]
ক. ভানুসিংহ খ. টেকচাঁদ ঠাকুর গ. বনফুল ঘ. মুকুন্দরাম

বি সি এস

০৫. কোনটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ নয়? (44 BCS)
ক. ব্যথার দান খ. দোলনচাঁপা
গ. শিউলিমালা ঘ. সোনার তরী

০৬. নিম্নের কোন পত্রিকাটির প্রকাশনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাদ বাণী পাঠিয়েছিলেন? (44 BCS)
ক. সবুজপত্র খ. শনিবারের চিঠি
গ. কল্লোল ঘ. ধূমকেতু

০৭. বাংলা গীতি কবিতায় ভোরে পাখি কে? [14, 11 BCS]
ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. যতীন্দ্রনাথ বাগচি

০৮. কোন খ্যাতিমান লেখক 'বীরবল' ছদ্মনামে লিখতেন? [14 BCS]
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. আমীয় চক্রবর্তী ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৯. সনেট কবিতার প্রবর্তক কে? [29 BCS]
ক. দ্বিজেন্দ্র লাল রায় খ. রজনীকান্ত সেন
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. অতুলপ্রসাদ সেন

১০. বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাট্যগ্রন্থ কোনটি? [14 BCS]
ক. বসন্তকুমারী খ. নীল দর্পণ
গ. কৃষ্ণকুমারী ঘ. কীর্তিবিলাস

১১. প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি কে? [MC 03-04]
ক. কায়কোবাদ খ. আলাওল
গ. শাহ্ মুহম্মদ সগীর ঘ. আবদুল হাকিম

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. খ	৪. ক	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. ক	৮. ক
৯. গ	১০. ক	১১. গ					

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

উপমহাদেশের চলচ্চিত্র

- উপমহাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র- জামাই ষষ্ঠী (১৯৩১)।
- জামাই ষষ্ঠী চলচ্চিত্রের পরিচালক- অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
- উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র- আলীবাবা ও চল্লিশ চোর।
- আলীবাবা ও চল্লিশ চোর চলচ্চিত্রের পরিচালক- হীরালাল সেন।
- উপমহাদেশের প্রথম মুসলমান চলচ্চিত্রকার- কাজী নজরুল ইসলাম।
- কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত চলচ্চিত্রটির নাম- ধূপছায়া (১৯৩১)
- কাজী নজরুল ইসলাম যে চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন- ধ্রুব।
- সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন- লুমিয়ার ব্রাদার্স (ফ্রান্স, ১৮৯৫ সালে)।
- ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গপ্রদেশের প্রথম সিনেমা হল- পিকচার হাউস।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

- বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র- মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)।
- প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা সবাক চলচ্চিত্র- মুখ ও মুখোশ।
- 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রের পরিচালক- আব্দুল জব্বার খান।
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক- আবদুল জব্বার খান।
- সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় যে চলচ্চিত্রে- জীবন থেকে নেয়া।
- 'আবার তোরা মানুষ হ' বিখ্যাত এ চলচ্চিত্রটির নির্মাতা- খান আতাউর রহমান।
- 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছবির পরিচালক- গৌতম ঘোষ।
- 'পথের পাঁচালী' প্রথম প্রদর্শিত হয়- ১৯৫৫ সালে।
- 'সূর্য দীঘল বাড়ি' সিনেমার পরিচালক- শেখ নিয়ামত আলী।
- বাংলাদেশের প্রথম মঞ্চায়িত নাটকের নাম- বাকী-ইতিহাস।
- 'ধীরে বহে মেঘনা'- আলমগীর কবির পরিচালিত একটি চলচ্চিত্র।

বাংলা সিনেমার প্রথম অভিনেত্রী

- বাংলা সিনেমার প্রথম অভিনেত্রী- পূর্ণিমা সেনগুপ্তা।
- বাংলা সিনেমার প্রথম মুসলমান অভিনেত্রী- বনানী চৌধুরী।

১৯৫৬ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন পূর্ণিমা সেনগুপ্তা। পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে নিজের নাম রাখেন পারভীন বানু।

'বিশ বছর পরে' সিনেমায় প্রথম মুসলিম নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেন বনানী চৌধুরী।

Scanned with CamScanner

BFDC

- **BFDC বলতে বোঝায়-** Bangladesh Film Development Corporation.
- **প্রতিষ্ঠা-** ১৯৫৮।
- **BFDC থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র-** জাগো হুয়া সাভেরা।
- **জাগো হুয়া সাভেরা চলচ্চিত্রের পরিচালক-** আখতার জং কাদের।

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র

- **মুক্তিযুদ্ধের উপর বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র-** ওরা ১১ জন, চাষী নজরুল ইসলাম।
- **'মুক্তির গান' ও 'মুক্তির কথা' চলচ্চিত্র দু'টির নির্মাতা-** তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ।
- **'আগুনের পরশমণি' ছবির পরিচালক-** হুমায়ুন আহমেদ।
- **'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রের চিত্রকর-** লেয়ার লেভিন।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র

- **আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত বাংলাদেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র-** আগামী।
- **অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রথম বাংলা ছবি-** মাটির ময়না।
- **কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়-** মাটির ময়না (তারেক মাসুদ)।

জহির রায়হান

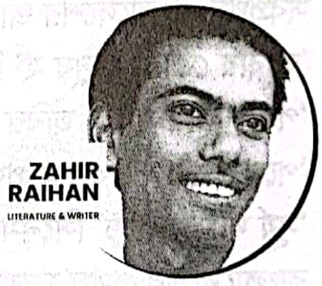

- বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার।
- জন্ম- ফেনী জেলায়।
- সম্পর্কে তিনি শহীদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাই।
- ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি নিখোঁজ হয়ে যান।
- **পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র-** কখনও আসেনি (১৯৬১)।
- পাকিস্তানের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র **'সঙ্গম'** (১৯৬৪) এর পরিচালক।
- বাহান্নর ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র **'জীবন থেকে নেয়া'** নির্মাণ করেন।
- **তাঁর নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম প্রামাণ্য চলচ্চিত্র-** Stop Genocide.
- **'কাঁচের দেয়াল', 'বেহুলা'** ও **'আনোয়ারা'** তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র।

তানভীর মোকাম্মেল

- বাংলাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক।
- **নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র-**
  - হুলিয়া
  - নদীর নাম মধুমতি
  - চিত্রা নদীর পারে
  - রূপসা নদীর বাঁকে
  - স্মৃতি একাত্তর
  - অচিন পাখি
  - লালসাল
  - জীবনঢুলী (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)

হীরালাল সেন

- উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক।
- মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯০৩ সালে উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র **"আলিবাবা ও চল্লিশ চোর"** নির্মাণ করেন।
- **উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র-** আলিবাবা ও চল্লিশ চোর।

সত্যজিৎ রায়

- একাধারে লেখক, চলচ্চিত্রকার, কার্টুনিস্ট ও ইলাস্ট্রেটর।
- উপমহাদেশের প্রথম অস্কার বিজয়ী পরিচালক (১৯৯২)।
- বিখ্যাত সাহিত্যিক **সুকুমার রায়ের সন্তান**।
- পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের **কিশোরগঞ্জ জেলায়**।
- **'ফেলুদা' ও 'প্রফেসর শঙ্কু'** চরিত্রের স্রষ্টা।
- **তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র-** পথের পাঁচালী, অপরাজিতা, অপুর সংসার, অরণ্যের দিনরাত্রি, চারুলতা, জলসাঘর, সোনার কেল্লা, তিন কন্যা, চিড়িয়াখানা, অশনি সংকেত ও হীরক রাজার দেশে।

ঋত্বিক ঘটক

- বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক।
- 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের পরিচালক।
- **'তিতাস একটি নদীর নাম'** উপন্যাসটি রচনা করেন- অদ্বৈত মল্লবর্মন।
- **তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য চলচ্চিত্র-** নাগরিক, যান্ত্রিক, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার ও সুবর্ণরেখা।

তারেক মাসুদ

- বাংলাদেশি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক।
- **নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র-** সোনার বেড়ি, আদম সুরত, মাটির ময়না, নরসুন্দর, অন্তর্যাত্রা (The Homeland), রানওয়ে ও কাগজের ফুল।
- এস এম সুলতানের জীবন কাহিনীর উপর **'আদম সুরত'** নামক প্রামাণ্যচিত্র রচনা ও পরিচালনা করেন।

Scanned with CamScanner

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন চলচ্চিত্রটির নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক? [DU ঘ' ২১-২২]

ক. জন অরণ্য
খ. সুবর্ণ রেখা
গ. পদাতিক
ঘ. সীমানা পেরিয়ে

০২. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে? [DU ঘ' ১৮-১৯, DU খ' ০৪-০৫]

ক. আলমগীর কবির
খ. তারেক মাসুদ
গ. তানভীর মোকাম্মেল
ঘ. মোরশেদুল ইসলাম

০৩. জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে? [DU ঘ' ১৭-১৮, DU ঘ' ০৫-০৬]

ক. জহির রায়হান
খ. আলমগীর কবির
গ. সুভাষ দত্ত
ঘ. খান আতাউর রহমান

০৪. কোন চলচ্চিত্র ১৯৪৭-এর দেশভাগ নিয়ে নির্মিত? [DU ঘ' ১৪-১৫]

ক. যুদ্ধ শিশু
খ. আবার তোরা মানুষ হ
গ. চিত্রা নদীর পাড়ে
ঘ. নদীর নাম মধুমতি

বি সি এস

০৫. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে? [39 BCS]

ক. আমজাদ হোসেন
খ. আলমগীর
গ. জাহির রায়হান
ঘ. সুভাষ দত্ত

০৬. 'সূর্যদীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? [26 BCS]

ক. শেখ নিয়ামত শাকের
খ. জহির রায়হান
গ. সুভাষ দত্ত
ঘ. খান আতা

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

০৭. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'Stop Genocide' এর পরিচালক কে? [ইবি-ক, ০৩-০৪]

ক. আলমগীর কবির
খ. বাবুল চৌধুরী
গ. গীতা মেহতা
ঘ. জহির রায়হান

০৮. পৃথিবীর বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক নিবাস কোথায়? [থানা শিক্ষা অফিসার, ০৪]

ক. গাইবান্ধা
খ. যশোর
গ. ময়মনসিংহ
ঘ. কিশোরগঞ্জ

০৯. 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটির পরিচালক কে? [চবি খ, ০৯-১০]

ক. মৃণাল সেন
খ. তানভীর মোকাম্মেল
গ. সত্যজিৎ রায়
ঘ. তরুণ মজুমদার

উত্তরমালা

০১. খ	০২. খ	০৩. ক	০৪. গ	০৫. গ	০৬. ক	০৭. ঘ	০৮. ঘ
০৯. গ							

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের গণমাধ্যম

বাংলাদেশ টেলিভিশন

আব্বাস উদ্দিনের মেয়ে ফেরদৌসি রহমান ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম শিল্পী। তিনি বিটিভিতে প্রথম গেয়েছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা "ঐ যে আকাশ নীল হল আজ" গানটি।

- স্থাপিত হয়- ১৯৬৪ সালে।
- প্রথম স্থাপন করা হয়- ডিআইটি ভবনে।
- ডিআইটি ভবনের বর্তমান নাম- রাজউক ভবন
- রামপুরা টিভি কেন্দ্র চালু হয়- ১৯৭৫ সালে
- প্রথম নাটক- একতলা-দোতলা (১৯৬৫)
- প্রথম সঙ্গীত শিল্পী- ফেরদৌসী রহমান
- বাংলাদেশে রঙ্গিন টেলিভিশন চালু হয়- ১৯৮০ সালে

বাংলাদেশের তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়- ১৯৯০ সালে।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কার্ডফোন ব্যবস্থা চালু হয়- ১৯৯২ সালে।
- ভি স্যাট- বহির্বিশ্বের সাথে ডাটা আদান-প্রদানের মাধ্যম।
- বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (টিএন্ডটি) বোর্ডের সদর দপ্তর অবস্থিত- ঢাকা।
- বিটিআরসি- বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন।
- বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হয়- ১৯৯৬ সালে।
- বাংলাদেশের কম্পিউটারে প্রথম বাংলা ফন্ট ব্যবহৃত হয়- ১৯৮৭ সালে (নাম-বিজয়)।
- বাংলাদেশের প্রথম সেলুলার ফোন- সিটিসেল (চালু হয়-১৯৯৩ সালে)।
- পৃথিবীর যে দেশটির সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই- ইসরাইল।

বাংলাদেশের রেডিও ও টেলিভিশন ব্যবস্থা

- বাংলাদেশ বেতারের পূর্বনাম- রেডিও বাংলাদেশ।
- স্থাপিত হয়- ১৯৩৯ সালে।
- সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল- চট্টগ্রামের কালুরঘাটে।
- বর্তমান বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর অবস্থিত- ঢাকার আগারগাঁও।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি রেডিও চ্যানেল- রেডিও মেট্রোওয়েভ।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন চালু হয়- ১৯৬৪ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন বাংলাদেশ টেলিভশনের কেন্দ্র ছিল- বর্তমান রাজউক ভবনে।
- ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়- ১৯৭৫ সালে।
- বাংলাদেশের রঙিন টেলিভিশন চালু হয়- ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল- এটিএন বাংলা (১৯৯৭ সালে)।
- বাংলাদেশে 'ডিস এন্টিনা' ব্যবহার চালু হয়- ১৯৯২ সালে।

Scanned with CamScanner